ঝাড়ফুঁকের দুআ

(হিসনুল মুসলিমের রুকইয়াহ অংশের অনুবাদ)

মূল

শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহতানি ﵀

অনুবাদ

আবদুল্লাহ জোবায়ের

সম্পাদনা

আহমাদ ইউসুফ শরীফ

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

পূর্বকথা ৫

ঝাড়ফুঁকের দুআ

১. জাদুর চিকিৎসা ১৯

২. বদনজরের চিকিৎসা ৪১

৩. মানুষের ওপর
জিন ভর করলে তার প্রতিকার ৪৯

৪. মানসিক রোগের চিকিৎসা ৫১

৫. ফোঁড়া এবং জখমের চিকিৎসা ৬৬

৬. বিপদের প্রতিকার ৬৭

৭. দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার প্রতিকার ৭৪

৮. কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে ৭৭

৯. অসুস্থ ব্যক্তি
নিজের চিকিৎসা যেভাবে করবে ৭৯

১০. রোগী দেখতে গেলে
যেভাবে চিকিৎসা করবে ৮০

১১. ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে এবং
অস্বস্তি বোধ করলে ৮১

১২. জ্বরের চিকিৎসা ৮২

১৩. সাপ-বিচ্ছু এবং
পোকামাকড় কামড়ের চিকিৎসা ৮২

১৪. ক্রোধের চিকিৎসা ৮৩

১৫. কালোজিরার মাধ্যমে চিকিৎসা ৮৪

১৬. মধুর মাধ্যমে চিকিৎসা ৮৫

১৭. যমযমের পানির মাধ্যমে চিকিৎসা ৮৭

১৮. অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসা ৮৯

পূর্বকথা

কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে চিকিৎসার গুরুত্ব

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَعَلٰى آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

أَمَّا بَعْدُ

নিঃসন্দেহে কুরআন কারীম এবং হাদীসে নববি দ্বারা প্রমাণিত পন্থায় ঝাড়ফুঁক করা একটি

উপকারী চিকিৎসা ও পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ ؕ

অর্থ: আপনি বলুন, মুমিনদের জন্য এটা পথনির্দেশ এবং (তাদের ব্যাধির) নিরাময়।[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۲﴾

অর্থ: আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।[২]

এ আয়াতে উল্লিখিত مِنْ অব্যয়টি জাতিগত

---

[১] সূরা গাফির, ৪১ : ৪৪।
[২] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮২।

অবস্থা বুঝানোর জন্য এসেছে। কারণ, সম্পূর্ণ কুরআন-ই আরোগ্য, যেমনটা আগের আয়াত থেকে বুঝে আসে। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

অর্থ: হে মানুষ, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[৩]

আত্মিক, দৈহিক, ইহকালীন এবং পরকালীন সমস্ত রোগের শিফা কুরআন কারীম। তবে সবাই

[৩] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭।

এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করতে পারে না। রোগী সত্যিকারের ঈমান, পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস নিয়ে সুদৃঢ় আস্থার সাথে সব শর্ত পূরণ করলে তার রোগ অবশ্যই নিরাময় হবে। কারণ, কুরআন কারীম তো আসমান-জমিনের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার কালাম। এই মহান কালাম পাহাড়ের ওপর নাযিল হলে তা বিদীর্ণ করে দিতো, অথবা জমিনের ওপর অবতীর্ণ হলে তা টুকরো টুকরো হয়ে যেতো।

আত্মিক এবং দৈহিক সব রোগের প্রতিকার এবং প্রতিষেধকই কুরআন কারীমে দেওয়া হয়েছে। যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ কিতাবের বুঝ দিয়েছেন সে তা গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে আত্মিক ও দৈহিক রোগের আলোচনার পাশাপাশি সেগুলোর চিকিৎসাও বলে দিয়েছেন।

আত্মিক রোগ মূলত দু'প্রকার। ক. দ্বিধা ও সংশয়জনিত রোগ, খ. আসক্তি ও বিভ্রান্তিজনিত রোগ। আল্লাহ তাআলা আত্মিক রোগের বিশদ বর্ণনার পাশাপাশি রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধক আলোচনা করেছেন।[৪] আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَوَ لَمۡ يَكۡفِهِمۡ اَنَّاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ يُتۡلٰى عَلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَرَحۡمَةً وَّ ذِكۡرٰى لِقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۱﴾

অর্থ: এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের তিলাওয়াত করা হয়। এতে অবশ্যই অনুগ্রহ এবং উপদেশ আছে সে কওমের জন্য

[৪] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, খ. ৪ পৃ. ৬ ও ৩৫২।

যারা ঈমান আনে।[৫]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেছেন,

> কুরআনের মাধ্যমে যে নিরাময় লাভ করে না আল্লাহ তাআলাও তাকে নিরাময় করেন না। কুরআন কারীম যার জন্য যথেষ্ট নয় আল্লাহ তাআলাও তাকে রক্ষা করেন না।[৬]

আর দৈহিক রোগের ক্ষেত্রে কুরআন কারীম সেগুলোর চিকিৎসা, কারণ এবং মূলনীতি বলে দিয়েছে। কুরআন কারীমের দৃষ্টিতে দৈহিক রোগের চিকিৎসার মূলনীতি তিনটি। সেগুলো হলো–

ক. স্বাস্থ্য রক্ষা,
খ. ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে থাকা এবং
গ. দেহের অভ্যন্তরে থাকা ক্ষতিকর

---

[৫] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫১।
[৬] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, খ. ৪ পৃ. ৩৫২।

উপাদানসমূহ বের করে দেওয়া।

এ তিনটি প্রকারের ওপর ভিত্তি করেই চিকিৎসার সমস্ত প্রকারের নির্দেশনা এসেছে।[৭]

মানুষ কুরআন কারীমের মাধ্যমে যথাযথ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে দ্রুত নিরাময়ের ক্ষেত্রে এর বিস্ময়কর প্রভাব দেখতে পেতো। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ লিখেছেন,

> ‘মক্কায় থাকতে একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কোনো চিকিৎসক বা পথ্যের সন্ধান পাচ্ছিলাম না। অবশেষে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমি নিজের চিকিৎসা করতে লাগলাম। ফলাফলে তার বিস্ময়কর প্রভাব আমি দেখতে পেলাম। যমযমের পানি নিয়ে কয়েকবার সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিতাম।

[৭] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, খ. ৪ পৃ. ৬ ও ৩৫২।

তারপর সেই পানি পান করতাম। এভাবে আমি পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। পরবর্তীতে অনেক কষ্ট যন্ত্রণার সময় আমি সে পথ্য গ্রহণ করে অনেক উপকৃত হয়েছি। কেউ কোনো যন্ত্রণার অভিযোগ করলে আমি তাদের এই ব্যবস্থাপত্র বলে দিতাম। ফলাফলে দেখেছি, তাদের অনেকেই দ্রুত নিরাময় লাভ করেছে।'[৮]

তদ্রুপ, হাদীসে বর্ণিত ঝাড়ফুঁক করা এবং দুআ করা একটি উপকারী পথ্য। তবে শর্ত হলো অপছন্দনীয় বিষয় প্রতিহত করা এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভ করার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান হলে রোগব্যাধি থেকে যেমন মুক্ত হওয়া যায় তেমনি রোগে

[৮] যাদুল মাআদ, খ. ৪ পৃ. ১৭৮; আল জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ২১।

আক্রান্ত হওয়া থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। তা বিপদ প্রতিহত করে করে আবার বিপদে পড়লে তা লাঘবও করে দেয়। যেমনটা আল্লাহর নবি বলেছেন,

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ

অর্থ: যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং যা এখনও আপতিত হয়নি সবক্ষেত্রেই দুআয় উপকার হয়। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের দুআ করা উচিত।[৯]

আরেক হাদীসে এসেছে, নবি বলেছেন,

لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي العُمُرِ إِلَّا البِرُّ

[৯] তিরমিযি, ৩৫৪৮, হাসান গরিব (দুর্বল)।

অর্থ: দুআ ছাড়া আর কিছুই তাকদীর রদ করতে পারে না আর নেক আমল ছাড়া আর কিছুই বয়স বৃদ্ধি ঘটায় না।[১০]

তবে এখানে সূক্ষ্ম উপলব্ধির একটি বিষয় আছে। সেটা হলো যেসব আয়াত, যিকর, দুআ এবং রক্ষাকবচের মাধ্যমে আরোগ্য কামনা করা হয়ে থাকে সেগুলো সত্তাগতভাবে উপকারী এবং নিরাময়কারী হলেও তা কার্যকর হওয়ার জন্য আমলকারীর গ্রহণযোগ্যতা, শক্তি এবং প্রভাব অবশ্য শর্ত। আমলকারীর প্রভাবের দুর্বলতা বা যার জন্য করা হচ্ছে তার কাছে অগ্রহণযোগ্যতা কিংবা ঔষধ কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকলে কখনো কখনো নিরাময় বিলম্বিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে, ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসার সাথে দুটি বিষয়

[১০] তিরমিযি, ২১৩৯, হাসান গরিব।

সম্পৃক্ত।

প্রথম বিষয়টি রোগীর সাথে আর দ্বিতীয় বিষয়টি কুরআন এবং সুন্নাহর মাধ্যমে চিকিৎসাকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। রোগীকে দৃঢ় বিশ্বাস আর গভীর মনযোগের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হতে হবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে, কুরআন কারীম আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য রহমত। সেই সাথে মুখে আর অন্তরে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। কারণ এটাও এক রকম যুদ্ধ। আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে শত্রুর ওপর বিজয় লাভের জন্য দুটি শর্ত। অস্ত্রটি ভালো হওয়া তথা কার্যক্ষমতাসম্পন্ন থাকা আবার অস্ত্রধারণকারীর হাতেও জোর থাকা। এ দুটির একটিতেও কমতি থাকলে অস্ত্র থেকে আশানুরূপ উপকার পাওয়া যাবে না। এখন দুটি বিষয়েই যদি কমতি থাকে তাহলে কী অবস্থা হবে? অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস,

ভরসা, ভয় এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশের ঘাটতি যোদ্ধার হাতে অস্ত্র না থাকার বরাবর।

কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা চিকিৎসাকারীকেও রোগীর মতো উপরিউক্ত নিয়ম দুটি মেনে চলতে হবে।[১১] এজন্যই ইবনুত তীন ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার নাম দিয়ে যেসব চিকিৎসা করা হয় সেগুলো হচ্ছে ঊর্ধ্ব জাগতিক চিকিৎসা পদ্ধতি। আল্লাহভীরু নেককার লোকেরা উচ্চারণ করলে আল্লাহ তাআলার আদেশে সেসবের মাঝে নিরাময় করার ক্ষমতা তৈরি হয়।'[১২]

উলামায়ে কেরাম তিনটি শর্তসাপেক্ষে ঝাড়ফুঁক জায়েয বলেছেন।

প্রথম শর্ত: ঝাড়ফুঁক আল্লাহ তাআলার কালাম

---

[১১] যাদুল মাআদ, খ. ৪ পৃ. ৬৮; আল জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ২১।

[১২] ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ১৯৬।

বা তাঁর নাম এবং গুণাবলি বা আল্লাহর রাসূল -এর কালাম হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত: ঝাড়ফুঁক আরবি ভাষায় বা বোধগম্য কোনো ভাষায় হওয়া।

তৃতীয় শর্ত: এ বিশ্বাস রাখা যে ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোনো প্রভাব নেই। প্রকৃত শক্তি তো কেবল আল্লাহ তাআলার, আর ঝাড়ফুঁক একটি মাধ্যম মাত্র।

এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য সামনে রেখেই আমার সংকলিত- اَلذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالْعِلَاجُ بِالرُّقٰى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যিকর, দুআ ও রুকইয়াহ)-নামক গ্রন্থটি থেকে ঝাড়ফুঁকসংক্রান্ত অংশটি আমি সংক্ষেপ করেছি। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এতে বাড়তি কিছু সংযোজনও করেছি। আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম এবং সর্বোচ্চ গুণাবলির

ওসীলায় প্রার্থনা করি, এ আমলটুকু যেন তিনি একান্তভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন। এর দ্বারা আমাকে যেমন উপকৃত করেন এ পুস্তিকাটির পাঠক, প্রকাশক অথবা যারা এর প্রচারের কোনো মাধ্যম হবে আল্লাহ তাআলা তাদেরও যেন সমান উপকৃত করেন। নিশ্চয় সেই সুমহান সত্তাই এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং তিনিই তা করতে পূর্ণ সক্ষম।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবি মুহাম্মাদের ওপর, তাঁর পরিবারের প্রতি এবং তাঁর সঙ্গীসাথিসহ কিয়ামাত পর্যন্ত যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করবেন তাদের ওপর দরুদ ও সালাম নাযিল করুন।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যাশী বান্দা
ড. সাঈদ ইবনু আলি আল কাহতানি
১৮/৬/১৪১৪ হিজরি

ঝাড়ফুঁকের দুআ

১. জাদুর চিকিৎসা

জাদুর জন্য ঐশী চিকিৎসা দু' ধরনের :

প্রথমত, জাদুগ্রস্ত হওয়ার আগে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এর পদ্ধতি হলো,

(১) শারীয়াতের যাবতীয় বিধান মেনে চলা, নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করা এবং কৃত সমস্ত গুনাহের জন্য তাওবা করা।

(২) বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। প্রতিদিন তিলাওয়াতের জন্য নির্দিষ্ট একটি ওযীফা বানিয়ে নেওয়া।

(৩) কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ, আশ্রয় প্রার্থনা এবং নির্ধারিত যিকরসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়া। যেমন,

(ক) সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ তিনবার করে পড়া।[১৩]

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, যে নামের বরকতে আসমান ও জমিনে কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না; তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

(খ) প্রত্যেক সালাতের পরে, ঘুমের সময় এবং সকাল-সন্ধ্যায় আয়াতুল কুরসি পাঠ করা।[১৪]

(গ) ঘুমের সময় এবং সকাল-সন্ধ্যায় সূরা

---

[১৩] তিরমিযি, ৩৩৮৮, সহীহ।

[১৪] নাসায়ি, সুনানুল কুবরা, ৯৮৪৮, হাসান সহীহ; বুখারি, ২৩১১।